Opinion of Senior Citizen Development Foundation Act 2016 (Draft)

প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন ২০১৬ (খসড়া) সম্পর্কে মতামত প্রদান।

প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন ২০১৬ (খসড়া) সম্পর্কে সর্বসাধারণের মতামত প্রদানের জন্য প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন ২০১৬ (খসড়া) প্রকাশ করা হয়েছে। খসড়া আইনটির বিষয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখের মধ্যে salemanmsw@gmail.com ঠিকানায় সফটকপি ইমেইল এর মাধ্যমে এবং হার্ডকপি সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অথবা জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল মজুমদার, উপসচিব (প্রশাসন-৫ অধিশাখা), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়' ঠিকানায় মতামত প্রদান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিশেষ প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য টেলিফোন নং ৯৫৭৬৩৬১।

প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন, ২০১৬

(আইন নং----------, ২০১৬)

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রবীণ নাগরিকগণকে সমাজ ও সভ্যতার অভিভাবক হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্র্যমুক্ত, কর্মময়, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩' অনুমোদন করিয়াছে; এবং

যেহেতু বাংলাদেশ সংবিধানে সকল নাগরিকের সমঅধিকার, মানবসত্ত্বার মর্যাদা, মৌলিক মানবাধিকার ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার অধিকার ব্যক্ত করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় ও জাতিসংঘ সনদে প্রতিটি মানুষের মর্যাদা ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বিধৃত হইয়াছে; এবং

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ এবং সিভিল ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ যথাক্রমে ১৯৯৮ এবং ২০০০ সালে অনুসমর্থন করিয়াছে; এবং

যেহেতু উল্লিখিত নীতিমালা, অঙ্গীকার, ঘোষণা এবং অনুসমর্থন বাস্তবায়নের নিরিখে একটি প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন**:- (ক) এই আইন প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(খ) সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে এই আইন কার্যকরি হইবে।

২। **সংজ্ঞা**:- বিদ্যমান আইনে বা অন্য কোথাও যাহা কিছুই থাকুক না কেন,

(ক) "প্রবীণ" বলিতে এই আইনের দ্বারা, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও জাতিসংঘ ঘোষণা অনুযায়ী এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত ৬০ (ষাট) বৎসর এবং তদূর্দ্ধ বয়সী জ্যেষ্ঠ নাগরিকগণকে বুঝাইবে;

(খ) "ফাউন্ডেশন" বলিতে এই আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে বুঝাইবে;

(গ) "পর্ষদ" বলিতে পরিচালনা পর্ষদকে বুঝাইবে;

(ঘ) "চেয়ারম্যান" বলিতে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানকে বুঝাইবে;

(ঙ) "সদস্য" বলিতে ৭ ধারা অনুসারে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত/মনোনীত ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

(চ) "মহাপরিচালক" বলিতে ৬ (ক) ধারা অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

(ছ) "অর্থবৎসর" বলিতে ১ জুলাই হইতে ৩০ জুন পর্যন্ত সময় কাল বুঝাইবে;

(জ) "বিধি" বলিতে এই আইনের অধীন প্রণীত 'বিধি';

(ঝ) "প্রবিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত 'প্রবিধি' বুঝাইবে।

৩। **ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা:-** (ক) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব সরকার, সরকারি গেজেটে, প্রজ্ঞাপন, দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নামে একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিবে।

(খ) ফাউন্ডেশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং পর্ষদের অনুমোদনক্রমে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে। ফাউন্ডেশন স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

৪। **ফাউন্ডেশনের কার্যালয়:-** ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় রাজধানী ঢাকায় থাকিবে এবং ফাউন্ডেশন প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **উপদেষ্টা কমিটি:-** ফাউন্ডেশনের সার্বিক কার্যক্রমকে গতিশীল করা এবং পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নরূপ একটি উপদেষ্টা কমিটি থাকিবে:

ক) অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কমিটির সভাপতি হইবেন;
খ) মাননীয় মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; সহ-সভাপতি
গ) মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়;
ঘ) মাননীয় মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়;
ঙ) মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;
চ) মাননীয় মন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়;
ছ) মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়;
জ) মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;
ঝ) মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়;
ঞ) মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়;
ট) মাননীয় মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়;
ঠ) মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
ড) মাননীয় মন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
ঢ) মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
ণ) মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়;
ত) মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;

৬। **মহাপরিচালক:-** (ক) সরকার নির্দিষ্ট শর্তাধীনে ফাউন্ডেশনের জন্য একজন মহাপরিচালক (যুগ্মসচিবের নিচে নয়) নিয়োগ করিবেন।

(খ) মহাপরিচালক হইবে ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং তাহার উপর পর্ষদের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে।

(গ) মহাপরিচালকের পদায়ন, বদলি ইত্যাদি সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

৭। **পরিচালনা পর্ষদ**:- (ক) নিম্নলিখিত সদস্যগণের সমন্বয়ে ফাউন্ডেশনের একটি পরিচালনা পর্ষদ থাকিবে:

১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী পদাধিকারবলে পর্ষদের চেয়ারম্যান হইবেন;
২. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী পর্ষদের কো-চেয়ারম্যান হইবেন;
৩. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;
৪. সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়;
৫. সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;
৬. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৭. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ;
৮. সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়;
৯. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়;
১০. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়;
১১. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
১২. সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
১৩. সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
১৪. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়;
১৫. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়;
১৬. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়;
১৭. সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
১৮. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়;
১৯. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়;
২০. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;
২১. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;
২২. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
২৩. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়;
২৪. সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয়;
২৫. সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ;
২৬. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
২৭. মহাপরিচালক (........), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
২৮. মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর;
২৯. সভাপতি, বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান;
৩০. সরকার কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন বিশিষ্ট প্রবীন নাগরিক [যার মধ্যে ১জন নারী];
৩১. সরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ (পাঁচ) জন প্রবীণ সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি;
৩২. সরকার কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের জেরন্টোলজি অ্যান্ড জেরিয়াট্রিক ওয়েলফেয়ার বিষয়ের ১ (এক) জন প্রতিনিধি;
৩৩. সরকার কর্তৃক মনোনীত জেরিয়াট্রিক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ১ (এক) জন;
৩৪. সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রবীণ কল্যাণে নিয়োজিত ১ (এক) জন বিশিষ্ট মহিলা প্রতিনিধি;
৩৫. সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রবীণ কল্যাণ সংশ্লিষ্ট আইনে অভিজ্ঞ ১ (এক) জন ব্যক্তি;
৩৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট এর পরিচালক;

(খ) পরিচালনা পর্ষদ প্রয়োজনে অন্যূন ৩ (তিন) জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পর্ষদের সদস্য হিসেবে কো-অপট করিতে পারিবেন।

(গ) ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক পদাধিকারবলে পর্ষদের সদস্যসচিব থাকিবেন।

(ঘ) পর্ষদের সদস্যগণ (পদাধিকারী ব্যতিত) তিন বৎসর মেয়াদের জন্য মনোনীত হইবেন। তবে শর্ত থাকে যে, কোন সদস্য, যিনি পদাধিকারী নন, তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি যোগদান না করা পর্যন্ত তাঁহার মেয়াদকাল নির্বিশেষে কাজ চালাইয়া যাইবেন।

(ঙ) পদাধিকারী ব্যতিত যে কোন সদস্য চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিতভাবে পদ ইস্তফা দিতে পারিবেন।

(চ) সরকার যে কোন সদস্যের (পদাধিকারী ব্যতিত) পদ শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন, যদি

(১) তিনি স্বাস্থ্যগত বা অন্য কোন কারণে তাঁহার পদের দায়িত্ব পালন করিতে অপারগ হন;

অথবা

(২) তাঁহার পদে থাকা ফাউন্ডেশনের স্বার্থবিরুদ্ধ হয়।

(ছ) পর্ষদের কোন কাজ বা কার্যধারা বোর্ডে কোন পদের শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে কোন অনিয়মের কারণে বাতিল বা বিতর্কিত হইবে না।

৮। **পর্ষদের সভা:**- (ক) পর্ষদ প্রতি বৎসর নুন্যতম ২ (দুই) টি সভা আহ্বান করিবেন। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি করা হইবে;

(১) মহাপরিচালক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন যাহাতে ফাউন্ডেশনের কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ থাকিবে;

(২) পর্ষদের বিবেচনার জন্য ফাউন্ডেশন কার্যাবলি সম্পর্কে উপস্থাপিত সুপারিশমালা।

(খ) পর্ষদের চেয়ারম্যান প্রয়োজনে বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। ইহাতে পর্ষদের বিবেচনার জন্য যাহা কিছুই উথাপিত হইবে পর্ষদ উহা বিবেচনা করিতে পারিবে।

(গ) চেয়ারম্যান পরিচালনা পর্ষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে কো-চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(ঘ) পরিচালনা পর্ষদের সভায় এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।

(ঙ) সকল সভার কার্যাবলি বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৯। **কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ:**- (ক) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে ফাউন্ডেশন ইহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(খ) ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০। **ফাউন্ডেশনের কার্যাবলি:**- পরিচালনা পর্ষদ এর অনুমোদনক্রমে ফাউন্ডেশন নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারিবে, যেমন:-

(ক) প্রবীণদের সরকারঘোষিত সুবিধাদি প্রদান নিশ্চিতকরণ ;

(খ) দেশের প্রতিটি জেলায় এক বা একাধিক প্রবীণ নিবাস বা আবাসন নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ বা উক্ত কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান;

(গ) প্রবীণদের রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের উদ্যোগ গ্রহণ;

(ঘ) প্রবীণবান্ধব ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা এবং প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;

(ঙ) শিক্ষা পাঠ্যক্রমে সঠিক খাদ্যাভাসের পাঠক্রম ও ব্যায়ামচর্চা প্রবর্তন;

(চ) মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালগুলিতে জেরিয়াট্রিক মেডিসিন (জ্বরাবিজ্ঞান) বিভাগ খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) কর্মক্ষম প্রবীণদের উপযুক্ত কর্মে নিয়োগ ও তাঁহাদের জন্য সম্ভাব্য কর্মসৃজন এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা প্রদান;

(জ) দূর্যোগের ঝুকিহ্রাস, সুরক্ষা ও পুনর্বাসনে প্রবীণদেরকে সহায়তা প্রদান;

(ঝ) পর্যায়ক্রমে প্রবীণদের জন্য Universal Non-Contributory Pension Scheme প্রবর্তন;

(ঞ) আবাসন বিষয়ে যথাসম্ভব প্রবীণ উপযোগী এবং ভৌত কাঠামোসমূহ প্রবীণবান্ধবকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;

(ট) প্রবীণকল্যাণ তহবিল সৃজন;

(ঠ) প্রবীণ বিষয়ক গবেষণা ও প্রচারণা পরিচালনা ;

(ড) প্রবীণদের জন্য তথ্যভান্ডার সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও ব্যবহার;

(ঢ) প্রবীণদের জন্য দিবা-যত্নকেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ণ) 'প্রবীণকল্যাণ সঞ্চয়পত্র' প্রবর্তনের ব্যবস্থাগ্রহণ;

(ত) প্রবীণকল্যাণ নিশ্চিতকল্পে সরকার প্রদত্ত বা অন্য যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ;

(থ) বেসরকারি সংস্থা বা সংগঠনকে প্রবীণ কল্যাণ বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রবীণ কল্যাণে নিয়োজিত যে কোন সংস্থা বা সংগঠনকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;

(দ) প্রবীণদের আইনি সহায়তা প্রদান।

১১। **ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ:-** ফাউন্ডেশন যেইরূপ সমীচীন মনে করিবে, সেইরূপ ক্ষমতা, সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে, মহাপরিচালক বা কোন পর্ষদ বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে, এবং ঐরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, উক্ত ক্ষমতা, আদেশে বর্ণিত শর্তাধীনে ফাউন্ডেশনের বিধি-বিধান পালনসাপেক্ষে প্রয়োগ করিবেন।

১২। **তহবিল গঠন:-** (ক) ফাউন্ডেশনের একটি তহবিল থাকিবে, যাহাতে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হইবে :

(১) সরকার প্রদত্ত মঞ্জুরি ও ঋণ;

(২) বাংলাদেশের অন্যান্য উৎস হইতে সংগৃহীত দান, ঋণ বা যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ;

(৩) সরকারের পূর্বানুমতিসাপেক্ষে গৃহীত বৈদেশিক অনুদান, আন্তর্জাতিক সংস্থা বা ব্যক্তি হইতে অনুদান;

(৪) ফাউন্ডেশনের বিনিয়োগ ও সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় ও রয়্যালিটি;

(৫) ফাউন্ডেশনের অন্যান্য আয়।

(খ) এই আইনের অধীন সকল কাজের ব্যয় ফাউন্ডেশনের তহবিল হইতে নির্বাহ করা হইবে।

(গ) ফাউন্ডেশনের সকল অর্থ ব্যাংকে মেয়াদী অথবা চলতি হিসাবে জমা করিতে হইবে। মেয়াদী হিসাব যথাসম্ভব আয়বর্ধক হইতে হইবে।

১৩। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা:-** (ক) ফাউন্ডেশন যথাযথভাবে উহার তহবিলের হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(খ) বাংলাদেশ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতিবৎসর ফাউন্ডেশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও ফাউন্ডেশনের নিকট পেশ করিবেন।

(গ) উপধারা-(খ) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ফাউন্ডেশনের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং ফাউন্ডেশনের কোন সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাবাদ করিতে পারিবেন।

১৪। **প্রতিবেদন:-** (ক) সরকার ফাউন্ডেশনের নিকট নির্দিষ্ট মেয়াদে যে সকল রিপোর্ট ও প্রতিবেদন চাহিবে, ফাউন্ডেশন উহা সরকারের নিকট নির্দিষ্ট সময়ে দাখিল করিবে।

(খ) প্রতি অর্থবৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর ফাউন্ডেশন যথাশীঘ্র ঐ বৎসরের অডিট রিপোর্টসহ ফাউন্ডেশনের প্রকৃত অবস্থার বিবরণ সম্বলিত একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট উপস্থাপন করিবে।

১৫। **বাজেট:-** ফাউন্ডেশন প্রতি বৎসর ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে চলতি বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের হিসাব এবং বিগত অর্থবৎসরের প্রকৃত আয়ব্যয়ের হিসাব নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে।

১৬। **ফাউন্ডেশনের সম্পত্তির ভাড়া নির্ধারণ:-** বিদ্যমান আইনে বা অন্য কোথাও যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার হারের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া প্রচলিত বাজারদরের নিরিখে ফাউন্ডেশন উহার সম্পত্তি বা সম্পত্তির অংশ ভাড়া দিতে পারিবে।

১৭। **বিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন ক্ষমতা:-** (ক) সরকার, সরকারি গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে, এই আইনের উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ফাউন্ডেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন বা বিধির সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।